রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ৫, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ/৪ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

নং-৪০.০০৫.২২.০০.০০.০৮.২০১০(অংশ-২)-৭৮৬ ---গত ২১ অক্টোবর ২০১৩/০৬ কার্তিক ১৪২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩" প্রণয়ন করিল ঃ

১। পটভূমি ঃ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ উৎপাদন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে। সে সঙ্গে শিল্প ও কলকারখানাসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কর্মস্থলে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা এখনো গৃহীত হয়নি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার বিষয়টি একটি মাল্টি সেক্টরাল ইস্যু। কাজেই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রধান স্টেকহোল্ডার্স মালিক এবং শ্রমিক উভয়ই পারস্পরিকভাবে সুবিধাভোগী। শ্রমিকের শ্রমের ওপর মালিকের ব্যবসা নির্ভরশীল। অন্যদিকে মালিকের ব্যবসার সঙ্গে শ্রমিকের জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত। কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের মৃত্যু, মারাত্মক জখমপ্রাপ্ত হওয়া বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শ্রমিক পরিবারে নিদারুণ দুর্ভোগ নেমে আসে। অন্যদিকে পেশাগত দুর্ঘটনা বা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শ্রমিকের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তদুপরি নতুন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন/কার্যসম্পাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, সেসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সুনামও বিনষ্ট হয়। কাজেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

প্রাথমিক পর্যায়ে মালিকের "হেলদি ওয়ার্কপ্লেস" (Healthy Workplace), "ডিসেন্ট ওয়ার্ক" (Decent Work) ও "গ্রীণ জবস" (Green Jobs) নিশ্চিত করার জন্য কিছু আর্থিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হলেও পরিশেষে মালিক এ উদ্যোগের ফলে লাভবানই হয়ে থাকেন। মুক্তবাজার ভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশীয় শিল্পসমূহের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। আর এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির সাথে কর্মস্থলের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। কাজেই সরকারি এবং বেসরকারি সকল পর্যায়ে কর্মস্থলের নিরাপদ পরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের আইন ও পরিবেশগত উদ্যোগ ও বিনিয়োগ একান্ত আবশ্যক এবং তা সকল পক্ষের জন্যই কল্যাণকর। অধিকাংশ পেশাগত দুর্ঘটনা ও মৃত্যু এড়ানো সম্ভব যদি মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকগণ কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে সজাগ থেকে তা হ্রাস করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের শ্রমিকগণ সাধারণত শিক্ষা ও জ্ঞানে অনগ্রসর। কাজেই মালিকপক্ষের/প্রতিষ্ঠানেরই এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও শ্রমিকদেরকে সেই নিরাপত্তা উদ্যোগে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া কর্তব্য। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা সমন্বয়পূর্বক পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক এবং তদারকি ভূমিকা পালন করা সরকারের দায়িত্ব। নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭, অনুচ্ছেদ ১৪ এবং অনুচ্ছেদ ২০ এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭, ১৬১, প্রোটোকল ১৫৫ এবং সুপারিশমালা ১৬৪ ও ১৯৭ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত অভিবাসী শ্রমিক কনভেনশন ১৯০, সম্প্রতি ঘোষিত আইএলও কনভেনশন ১৮৯ এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাও অন্যতম দলিল। অধিকন্তু ২০০৭ সনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ষাটতম সম্মেলনে Global Plan of Action on Workers Health 2008-2017 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫টি উদ্দেশ্য (Objective) নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার গুরুত্ব অপরিসীম। এ নীতিমালাটি বাস্তবায়িত হলে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং শিল্পসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সেসাথে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হবে।

২। **নীতিমালার অধিক্ষেত্র ঃ**

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতভুক্ত শিল্প, কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিখাত, কৃষিভিত্তিক খামার ও অন্যান্য সকল কর্মস্থল এর আওতাভুক্ত।

৩। **নীতিমালার লক্ষ্য ঃ**

নীতিমালার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির কর্মপরিবেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন, যাতে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু, জখম হওয়া বা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায় এবং সেসঙ্গে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও বৈশ্বিক দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়।

(ক) **নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতাসমূহ (Obligations)** ঃ

(১) কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত বিভিন্ন কনভেনশন/ঘোষণা/রিকমন্ডেশন/দলিল এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) নিরাপদ কর্মস্থল ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয়ভাবে প্রণীত বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ

(৩) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি চিহ্নিত করা

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আওতাভুক্ত সকল কর্মস্থলে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে প্রাক অবহিত করা।

(৫) প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৬) ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থ/দ্রব্যাদি পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(৭) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৮) সংগৃহীত তথ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা

(৯) কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর ব্যবস্থা করা।

(১০) পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে সক্ষম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

(১১) দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

(১২) ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাঁকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন করা।

(১৩) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা ও কার্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা।

(১৪) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় মান (Naional Standards) নির্ধারণ করা

(১৫) সময়ে সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত সকল আইন পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

৪। **স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা/দায়িত্ব (Stakeholders Responsibility) ঃ**

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক। কাজেই এ প্রচেষ্টার সাফল্য সকল স্টেকহোল্ডাদের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভরশীল। উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের প্রাথমিক দায়িত্ব বিন্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) সরকারের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী ঃ

এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হবে ঃ

(১) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি এবং ঝুঁকিপূর্ণ অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করা ।

(২) জাতীয় নীতিমালা ও আইনী কাঠামোর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা ।

(৩) জাতীয় আইন ও বিধি-বিধানসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত টেকসই কর্মকৌশল গ্রহণ করা।

(৪) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল তৈরী করা ।

(৫) স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৬) জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও অনুরূপ অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা।

(৭) কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা, বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা নারী শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলে বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

(৮) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিস্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এতদ্‌বিষয়ে জরিপ/গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৯) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

(১০) নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর ব্যবস্থা ও কর্মস্থলে নিয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

(১১) পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে সক্ষম বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

(১২) দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাঁকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন করা।

(১৩) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা ও কার্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা।

(১৪) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় মান (National Standard) নির্ধারণ করা।

(১৫) দেশের বিভিন্ন শ্রমঘন স্থানে শ্রম আদালত স্থাপন যাতে শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের সরণাপন্ন হতে পারে।

(১৬) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফের বিষয়টি বিবেচনা করা।

(১৭) ঝুঁকিপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।

(১৮) এ নীতিমালার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা আহবান, সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান।

(১৯) জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, নির্মাণ কাজ, পোশাক শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, রাইস মিল, রি-রোলিং মিল, পরিবহন খাত, বিকাশমান খনি শিল্প ও অন্যান্য দুর্ঘটনা প্রবণ শিল্পের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা হ্রাসে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ

(২০) সময়ে সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত সকল আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

(২১) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কিত আইএলও (ILO) কনভেনশনগুলোকে অনুসমর্থন করা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর এ সংক্রান্ত ঘোষণা এবং নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২২) সরকারি নির্মাণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতি অনুসরণ নিশ্চিত করার শর্ত আরোপ করা।

(২৩) অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর সাথে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন খাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের প্রচলন এবং সর্বোত্তম অনুশীলনকে স্বীকৃতি প্রদান।

(২৪) যে সকল প্রতিষ্ঠান পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আইন অনুসরণ ও চর্চা করে তাদেরকে অধিকতর আর্থিক সহযোগিতা করা।

(২৫) প্রতি বছরের ২৮ এপ্রিল-এ **'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস'** রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপন।

(২৬) সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রচারণা চালানো।

(২৭) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

(২৮) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দেশে ও বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(২৯) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে একত্রে কাজ করা।

(৩০) সরকারি বড় বড় হাসপাতালসমূহে পেশাগত ব্যাধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পৃথক ইউনিট স্থাপন করা।

(৩১) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা ইনস্টিটিউট যেন অন্যান্য কাজের মধ্যে কর্মজনিত রোগ নিয়ে গবেষণা, প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান এবং কর্মজনিত রোগীদের বিশেষভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা দিতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(৩২) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩৩) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরে পরিদর্শক পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৩৪) পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেল্থ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ.

(খ) মালিক সংগঠনের/সমিতির ভূমিকা/দায়িত্বাবলী ঃ

(১) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, শ্রম আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান বাস্তবায়নে মালিকগণকে উৎসাহিত করা।

(২) সদস্য সংগঠনসমূহকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ প্রদান এবং সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৩) নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক নির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন মনিটর করা;

(৪) নীতিমালা বাস্তবায়নকারী মালিকদের গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং বিশেষ প্রণোদনা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

(৫) ত্রিপক্ষীয় ফোরামে এবং বাংলাদেশ শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল-এর কাজে অংশগ্রহণ করা।

(৬) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৭) মালিক সংগঠনসমূহে বিশেষ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট/সেল গড়ে তোলা। উক্ত ইউনিট/সেল কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে হালনাগাদ করা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

(৮) প্রত্যেক মালিককে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

(৯) প্রত্যেক মালিক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

(১০) দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

(১১) ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

(১২) কর্মস্থলে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি সনাক্তকরণে (work place related diseases/occupational health problem) নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার (Periodic Medical Examination) ব্যবস্থা করা।

(১৩) পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেল্থ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

(গ) **ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী ঃ**

(১) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত আইন এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মস্থলের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা ও শ্রমিক কর্মচারীদের অবহিত করা।

(২) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আইন মেনে চলার প্রতি ইউনিয়নের সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

(৩) শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও সেইফটির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

(৪) প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নে একটি সেইফটি ইউনিট গড়ে তোলা যার দায়িত্ব হবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে হালনাগাদ করা এবং কর্মচারীদের পক্ষে সরকার ও নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা।

(৫) স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক এবং ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা।

(৬) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

(৭) পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেলথ সার্ভিলেন্স (survillance) কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

(ঘ) **নিয়োগকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী ঃ**

(১) কারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা মানদণ্ড নিশ্চিত করা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত সকল মানদণ্ড ও বিধি-বিধান এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(২) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা এবং কর্মস্থলে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে প্রাক অবহিত করা।

(৩) প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৪) ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থ/দ্রব্যাদি পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(৫) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৬) সংগৃহীত তথ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

(৭) প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা নির্দেশনা প্রদান এবং যখন কর্মক্ষেত্রে অন্য কোনভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় তখন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment- PPE) সরবরাহ করা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৮) নিরাপদ কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুশীলন নিশ্চিত করা।

(৯) কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(১০) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতি প্রণয়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(১১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা।

(১২) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা বিষয়ক সকল আইনী বিধান মেনে চলা, বিশেষ করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধি, বয়লার আইন, বিস্ফোরক আইন, পরিবেশ আইন, বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(১৩) দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

(১৪) কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(১৫) সরকার এবং মালিক সংগঠন কর্তৃক এ বিষয়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশনা প্রতিপালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৬) পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অকুপেশনাল হেল্‌থ সার্ভিলেন্স (survillance) কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

(ঙ) **শ্রমিক-কর্মচারীদের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী ঃ**

১) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষ/নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলা এবং সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (PPE) ব্যবহার করা

(২) নিজের ও সহকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটির প্রতি যত্নবান হওয়া।

(৩) কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।

(৪) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সকল সুযোগ গ্রহণ এবং প্রাপ্ত জ্ঞান দৈনন্দিন কাজে প্রয়োগ করা।

(৫) স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যা অনুভূত হলে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

(৬) কর্মক্ষেত্রে কোন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা পরিলক্ষিত হলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

৫। **বাস্তবায়ন কর্মকৌশল ঃ**

(১) স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় এ নীতিমালাকে বাস্তবায়ন করার মূল দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট করে সরকারি ও বেসরকারি সকল স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত করে সমন্বিতভাবে এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে হবে ।

(২) এ নীতিমালা অনুমোদনের ছয় মাসের মধ্যে সরকার নীতিমালার লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

(৩) উক্ত কর্মপরিকল্পনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করবে, মালিক সংগঠন/সমিতি এ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মালিক/কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং শ্রমিক সংগঠন/সমিতিসমূহ এ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসহ সময়ভিত্তিক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৪) জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মালিক সংগঠন/সমিতি সরকারের আহবানে তাদের বাৎসরিক কর্মসূচি সরকারের নিকট দাখিল করবে। তদ্রূপ শ্রমিক সংগঠন/সমিতিও তাদের কর্মসূচি দাখিল করবে।

(৫) সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে (উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ) আলোচনার ভিত্তিতে সরকারের গৃহীতব্য কার্যক্রম, মালিক সংগঠন/সমিতি কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম এবং শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রমের সমন্বয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action) প্রণয়ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে মনিটর করবে।

(৬) এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাভুক্ত সরকারের কর্মকণ্ড, মালিক সংগঠন/সমিতি এবং শ্রমিক সংগঠন / সমিতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবে।

(৭) এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাজের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি ছোট আকারের স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হবে।

(৮) সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ে সক্রিয়/অ্যাকটিভিস্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি বাৎসরিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী বছরের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করবে এবং জাতীয় শিল্প ও নিরাপত্তা কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

(৯) এ নীতিমালা ও গৃহীতব্য কার্যক্রম/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করবে।

(১০) এ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকার চলমান বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী গঠিত 'জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল', সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন', 'আইইবি', 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা', 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ইত্যাদি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

(১১) প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশ চলমান পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের একটি অংশ। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হবে। এক্ষেত্রে কর্মক্ষম শ্রমিক, নিরাপদ কর্মস্থল ও উন্নত পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মস্থল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি ও বহিঃবিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সার্বিক বিবেচনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইস্যু সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিবেচনা করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিকাইল শিপার
সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd